গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

নং-২১.০০.০০০০.৩০৯.১৪.০১০.২০১৭- ১৭ তারিখ: ২৮-১২-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়: "পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"-শীর্ষক প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। আইএমই বিভাগ কর্তৃক প্রণীত উক্ত প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন কপি সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

২। পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যাবস্থা ১ (এক) মাসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১৩ (তের) পাতা

২৮-১২-২০১৭

মো: মশিউর রহমান খান মিথুন
সহকারী পরিচালক
ফোন: ০১৭১৭২৫৮৯৯৬

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
৩। প্রকল্প পরিচালক, "পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)",পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
২। মহাপরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
৩। পরিচালক, সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: মো: মশিউর রহমান খান মিথুন, সহকারী পরিচালক। **পরিদর্শন তারিখ:** ২৭-১০-২০১৭

১। প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার:

(ক) **প্রকল্পের নাম** : পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)।

(খ) **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ:** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(গ) **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।

(ঘ) **প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):** :

	মোট	টাকা (জিওবি)	প্রকল্প সাহায্য	মোট হ্রাস/বৃদ্ধির হার
• মূল ডিপিপি :	৩২০০০.০০	১৫৭০০.০০	১৬৩০০.০০	-৩৩৫২.০০ (- ১০.৪৭%)
• ১ম সংশোধিত অনুমোদিত :	২৮৬৪৮.০০	১৭৯৮০.৫৫	১০৬৬৭.৪৫	
	• জিওবি অর্থ ১৪.৫২% বৃদ্ধি এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৪.৫৫% হ্রাস করা হয়েছে।			

(ঙ) **প্রকল্পের অর্থায়ণ (ঋণ/অনুদান/ইকুইটি):** জিওবি এবং ইউনিসেফ।

(চ) **বাস্তবায়নকাল:**

	আরম্ভ	সমাপ্তি
• মূল অনুমোদিত :	জুলাই ২০১২	জুন ২০১৭
• ১ম সংশোধিত অনুমোদিত :	জুলাই ২০১২	ডিসেম্বর ২০১৭

(ছ) প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	১০টি উপজেলা
	খাগড়াছড়ি	৮টি উপজেলা
	বান্দরবন	৭টি উপজেলা

(জ) **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:** পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ৩টি জেলা, ২৫টি উপজেলা ও ১১১টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এর মোট আয়তন ১৩২৯৪ বর্গকিলোমিটার। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ১৪ টি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের উপস্থিতি এ অঞ্চলকে দেশের অন্যান্য অংশের চেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব কম। আপাত: সুবিধাজনক মনে হলেও চাষযোগ্য কৃষিজ ভূমির স্বল্পতার কারণে এ সুবিধার সুফল পাওয়া যায় না। পার্বত্যাঞ্চলের মানুষ পাহাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে। ফলে সরকারী বেসরকারী সেবা প্রবাহ সহজে জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও যোগাযোগ দুর্গমতা ও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার কারণে ঝরে পড়ার হার উচ্চ। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য অবকাঠামো, জনবল ও অসচেতনতার কারণে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার অধিক। পার্বত্যাঞ্চলের মা ও শিশুরা পুষ্টি জ্ঞান ও পর্যাপ্ত খাবারে অভাবে রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ার প্রকোপও এখানে বেশী। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে সুপেয় পানির প্রাপ্যতার অভাব রয়েছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহরের হারও অত্যন্ত নিম্ন। এ প্রেক্ষাপটে পার্বত্যাঞ্চলের মা ও শিশুদের মৃত্যুহার রোধ, পুষ্টিমান উন্নয়ন, সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়:ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা হার সম্প্রসারণের নিমিত্তে ইউনিসেফ-এর সহায়তায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় হয়েছে। ১৯৮৫-১৯৯৫ মেয়াদে মৌজা (৮-১০টি পাড়া নিয়ে ১টি মৌজা গঠিত) পর্যায়ে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের কর্মপরিধি ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করে পাড়া পর্যায়ে কর্মসূচি বিস্তৃত করে ২য় পর্যায় প্রকল্প গ্রহণ

করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পটি ৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উজেলার ১১৭টি ইউনিয়নের ৩১২৬টি গ্রামের ১,৩৯,০০০টি পরিবারের জন্য (যাদের ৭০% উপজাতীয় সম্প্রদায়) মৌলিক সেবা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চলছে।

(ঝ) **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:**

মূল উদ্দেশ্য: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৌলিক সেবা প্রদান বিশেষ করে মা ও শিশুদের পুষ্টিহীনতা রোধ, মৃত্যুহার হ্রাস, পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব রোধ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হার বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি সমূহের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়ন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ৩৪৫৭ টি গ্রামের ১,৬০,০০০ পরিবারকে মৌল সেবা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি ও পয়: ব্যবস্থা, শিশু সুরক্ষা ও যোগাযোগ) প্রবাহের সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ওয়ান স্টোপ সেবা বিতরন কেন্দ্র হিসেবে ৪০০০ টি পাড়াকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;
- প্রকল্পভূক্ত ১,৫২,০০০ শিশুকে ২ বছর মেয়াদী প্রাক-শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতকরণ;
- ১,৬০,০০০ পরিবারের শিশু ও মহিলাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি ও পয়: ব্যবস্থা ও হাইজিন বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ১,৬০,০০০ পরিবারের মহিলা, কিশোরী ও শিশুদের অপুষ্টিজনিত ঘাটতি হ্রাস ও রক্ত স্বল্পতা প্রতিরোধ করা;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমূহের মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার;
- সামাজিক উন্নয়নে কম্যুনিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- শিশু ও মহিলাদের উন্নয়নের বিভিন্ন সেবাদানকারী সংস্থা সমূহের মধ্যে সহযোগীতামূলক সম্পৃক্তা সৃষ্টি।

(ঞ) **প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ:**

- ৪০০০টি পাড়াকেন্দ্র নিয়মিত পরিচালনার মাধ্যমে ১,৬০,০০০ পরিবারকে মৌল সেবা প্রবাহের সাথে সম্পৃক্তকরণ;
- পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারের বিভাগ সমূহের সেবা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৩-৫ বছর বয়সী ১,০০,০০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ;
- সকল উপযোগী শিশু ও মহিলাকে টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ৬-৩৫ মাস বয়সী শিশু, ১৩-২৯ বছরের কিশোরী, গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা ও নববিবাহিতা মহিলাদের রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্টেশান;
- অনুর্ধ ৫ বছর বয়সী শিশু ও প্রসূতি মায়ের ভিটামিন 'এ' গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ;
- শিশু ও কিশোরীদের মধ্যে কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ;
- অপুষ্টির মাত্রা পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা;
- শিশু সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়নে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ;
- শতভাগ জন্ম নিবন্ধনে উৎসাহ প্রদান;
- বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন ও স্বল্প ব্যয়ী লেট্রিন বিতরণ;
- জীবন নির্বাহী জরুরী বার্তা প্রচারণা; এবং
- পাড়া পর্যায়ে শিশু ও মহিলা বিষয়ক জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস পালন।

(ট) **প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়:** প্রকল্পটি ৩২০০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫৭০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৬৩০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে, প্রকল্পটি গত ২৩/০৪/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের আলোকে ২৮৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২। **পরিদর্শনের পটভূমি:**

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক "পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ২৮৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এটি একটি সেবাধর্মী প্রকল্প। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য নতুন নামে একটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৮ থেকে বাস্তবায়ন শুরু হবে। ফলে বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পটি সমাপ্তির পর মূল্যায়ন করা হলে প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পটি অনুমোদনে বিলম্ব হবে বিধায় চলমান প্রকল্পটি সমাপ্তির পূর্বেই মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। আগামী এক মাসের মধ্যে প্রকল্পটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে গত ১৬/১০/২০১৭ তারিখের স্বাক্ষরে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে পাওয়া যায় ১৯/১০/২০১৭ তারিখে এবং ডেস্ক পর্যায়ে পাওয়া যায় ২৩/১০/২০১৭ তারিখে।

৩। **প্রকল্প পরিদর্শন:** আইএমইডি কর্তৃক গত ২৭-১০-২০১৭ তারিখে রাঙ্গামাটি জেলা এবং ০৩-১১-২০১৭ তারিখে বান্দরবন জেলায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেছেন। প্রতিবেদনটি প্রণয়নে সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য এবং নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

- অনুমোদিত ডিপিপি ও আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ;
- এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
- কাজের মান, আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৪। **প্রকল্পের সামগ্রীক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত (পণ্য/কার্য/সেবা):** মূল ডিপিপি'র সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনায় ৯টি প্যাকেজে 'পণ্য' ক্রয় বাবদ ৩১৮০.০০ লক্ষ টাকা, ৫টি প্যাকেজে 'কার্য' ক্রয় বাবদ ১২৩০.০০ লক্ষ টাকা এবং ৫টি প্যাকেজে 'সেবা' ক্রয় বাবদ ১০৫০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ৫৪৬০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়, যা মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১৭.০৬%। সংশোধিত ডিপিপি-তে সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনায় ৬টি প্যাকেজে 'পণ্য' ক্রয় বাবদ ১০৭৫.০০ লক্ষ টাকা, ৪টি প্যাকেজে 'কার্য' ক্রয় বাবদ ২৪৬.০০ লক্ষ টাকা এবং ১টি প্যাকেজে 'সেবা' ক্রয় বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৪২১.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয় যা সংশোধিত প্রকল্প ব্যয়ের ৪.৯৬%।

৫। **অনুমোদিত পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অগ্রগতি বিশ্লেষণ:** প্রকল্পটির প্রকৃত অগ্রগতি নিরূপণের লক্ষ্যে অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অবস্থা, ডিপিপি/আরডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থছাড়, অর্থ ব্যয়, অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ, জেলা/উপজেলাভিত্তিক আর্থিক সংস্থানের বিপরীতে অগ্রগিত এবং অন্যান্য তথ্যাদির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:
সারণী-১: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত;
সারণী-২: বছরভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থছাড়, ব্যয় ও সমর্পণ সংক্রান্ত;
সারণী-৩: ডিপিপি ও আরডিপিপি অনুযায়ী জেলা/উপজেলাভিত্তিক আর্থিক সংস্থান; এবং
সারণী-৪: সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাস্তবায়ন না করা।

সারণী-১ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
০১	নির্মাণ ও পূর্ত	৫০০ টি নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ, ২২০০ পাড়াকেন্দ্র সংস্কার, ৩ টি প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও গুদাম সংস্কার।	১১৮৮.৯৪	৫০০টি নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ, ১৭০৮ পাড়াকেন্দ্র সংস্কার, ৩টি প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও ৩টি গুদাম সংস্কার (৯০%)	৯৯৩.২৭	৭৫০ টি পাড়াকেন্দ্র সংস্কার, ১টি প্রশিক্ষণ ভবন সম্প্রসারণ ও ২টি সংস্কার	১২০.০০	৩টি মডেল পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ (১৫%)	১৬.৭৩
০২.	প্রশিক্ষণ ও সামথ্য বৃদ্ধি	পাড়াকেন্দ্র মডিউল মুদ্রনের সংখ্যা ১০,০০০ কপি, প্রতিস্থাপিত পাড়াকর্মী প্রশিক্ষাণার্থীর সংখ্যা ১৩০০ জন, পুন: প্রশিক্ষাণার্থী পাড়াকর্মীর সংখ্যা ২১০৬ জন, বিকল্পকর্মী প্রশিক্ষাণার্থীর সংখ্যা ৪২৫ জন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন, পাড়াকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৭৮০০ জন, প্রশিক্ষণে পাড়াকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (পিসিএমসি)সহ স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের অর্ন্তভূক্তকরণ, স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৬৮৭ জন, বৈদেশিক শিক্ষা সফরে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা ২৪ জন।	১৫০৯.৪৫	৪৪০০ পাড়াকর্মী সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ, ৫০০০ কপি গাইডবুক মুদ্রণ, ২৮০০ জন পিসিএসপি সদস্যে প্রশিক্ষণ (৪৫%)	৭৬৯.৪৫	২০০ জন নতুন পাড়াকর্মী ও ৩০০ জন প্রতিস্থাপিত পাড়াকর্মীর প্রশিক্ষণ, ২০০ জন বিকল্প পাড়াকর্মীর প্রশিক্ষণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৪০০০ তম পাড়াকেন্দ্রের কার্যক্রম উদ্বোধন, ২৮০০০ পিসিএমসি সদস্য, ২৫ উপজেলা ও ৪৮টি ইউনিয়ন	২৩০.০০	৬০০ জন পাড়াকর্মীর মৌলিক প্রশিক্ষণ ২য় ভাগ এর উপর রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ (১৮%)পি	৩২.৮৮
০৩.	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	৪০০ পাড়াকেন্দ্রে প্রাক-শিক্ষা কর্মসূচী (ব্যয় বিহীন কর্মসূচী), কাপ্তাই হ্রদ বেষ্টিত ২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃজন, ৪০০০ পাড়াকর্মীর ও ৪০০ জন সিনিয়র পাড়াকর্মীর সম্মানী ভাতা প্রদান, ৫০০ টি নতুন পাড়াকেন্দ্রের জন্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, ৪০০০ কেন্দ্রের জন্য শিক্ষা উপকরণ প্রতিস্থাপন ও ৪০০ পাড়াকেন্দ্রে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী (ব্যয় বিহীন কর্মসূচী)।	১১৭২০.৪৮	৪০০০ পাড়াকর্মী, ৪০০ সিনিয়র পাড়াকর্মীর সম্মানী ভাতা, ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে শিক্ষা উপকরণ, ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৭৫%)	৭৭৭২.১০	৪০০০ জন পাড়াকর্মী ও বিকল্পকর্মী ভাতা, ৪০০ জন সিনিয়র পাড়াকর্মীর মাসিক ভাতা ও ১টি উৎসব ভাতা, ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে কো-কারিকুলাম কার্যক্রম, ৪০০০ কেন্দ্রের জন্য শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ প্রতিস্থাপন	১২৫৪.০০	ভূমিধ্বসে বিধ্বস্থ পাড়াকেন্দ্রে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ (০.১০%)	১.০৯
০৪.	আবাসিক বিদ্যালয়	৪ টি আবাসিক বিদ্যালয়ে ১১৬ জন শিক্ষক কর্মচারীর বেতন ভাতা ও ১০০০ জন শিক্ষার্থীর আর্বতক ব্যয়।	৩২১০.৮০	৪টি আবাসিক বিদ্যালয়, ১০০০ জন শিক্ষার্থী ও ১২৬ শিক্ষক কর্মচারীর জন্য ব্যয় (৭৫%)।	১৭৪০.৮০	৪ টি আবাসিক বিদ্যালয়ে ১১৬ জন শিক্ষক কর্মচারীর বেতন ভাতা, গ্র্যাচুইটি ও ১০০০ জন শিক্ষার্থীর আর্বতক ব্যয়।	১১৫৪.০০		-
০৫.	স্বাস্থ্য	২৯৫০ পাড়াকেন্দ্রে	২১৫.৬১	৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে	৮৯.৯৫	৩২০০ জনের	১০০.০০	-	-

		নবজাতক, প্রসূতি ও মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম		নবজাতক, প্রসূতি ও মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম (২০%)		MNHI প্রশিক্ষণ,			
০৬.	পুষ্টি	৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম	৮৬৩.৫৩	৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম (৭০%)	৫৮২.৯৩	১০০০ জন পাড়াকর্মীকে এনিমিয়া প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০০.০০	-	-
০৭.	শিশু সুরক্ষা	১৬৩০ পাড়াকেন্দ্রে শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৯৪১.৮৬	৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন (৪০%)	৬৯১.৮৬	১০০০ কেন্দ্রে পাইলট ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন	১৫০.০০	-	-
০৮.	পানি ও পয়: ব্যবস্থার উন্নয়ন	৬৫০টি নলকূপ স্থাপন, ১৩০টি নলকূপ মেরামত, ৮৩টি ল্যাট্রিন স্থাপন, ১৮০০ সেট ল্যাট্রিন বিতরণ, ১৯০০ জনের প্রশিক্ষণ, ২২৫টি হ্যান্ড ওয়াশিং ষ্টেশন স্থাপন ও ৩ পার্বত্য জেলা নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে WASH Block স্থাপন	২৩৮০.৮৯	১২০০ নলকূপ স্থাপন, ৮০০ নলকূপ মেরামত, ২০০০ স্বল্পব্যাপী লেট্রিন বিতরণ, ৪০০০ কেয়ার টেকার ও ৪৫০০ জন পাড়াকর্মীর প্রশিক্ষণ, ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে যন্ত্রপানি বিতরণ ও ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে হাইজিন প্রমোশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন (৮০%)	১৪৩০.৮৮	৩০টি নলকুপ মেরামত, ৪৫টি হ্যান্ড ওয়াশিং ষ্টেশন স্থাপন	৩০০.০০	ভূমিধ্বসে বিধ্বস্থ স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুন: স্থাপন বিষয়ক এ্যাডভোকেসী সভা-১টি এবং ৯৭০টি টয়লেট ও ১০০টি গোসল খানা স্থাপন, ৭০০টি পাড়াকেন্দ্রে হাইজিন প্রমোশন বিষয়ক সেসন পরিকল্পনা (৪৮%)।	১১৩.৩০
০৯.	উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ	৬৭০টি পাড়াকেন্দ্রে যোগাযোগ কর্মসূচী বাস্তবায়ন	১০৭৫.২৭	৪০০০ পাড়াকেন্দ্র (৩০%)	৯৭৫.২৭	৬৭০টি পাড়াকেন্দ্রে যোগাযোগ কর্মসূচী বাস্তবায়ন	৫০.০০	৩১ জন কর্মকর্তা ও ৪৬ জন সিনিয়র পাড়াকর্মী জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং শিশু বিবাহ বন্ধে জাতীয় বহুমুখী প্রচারণা বিষয়ক সভা-১টি।	৩.৫৪
১০.	পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	মনিটরিং সভা, কর্মশালা, এমআইএস উন্নয়ন	৪০২.৯৭	মনিটরিং সভা কর্মশালা, এমআইএস উন্নয়ন (২৫%)	১৯৩.৯১	১ টি প্রকল্প, ৩ টি জেলা ও ৩টি লিয়াজোঁ অফিস, RWP কর্মশালা ২টি এবং ৩টি জেলা সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা , ৩০ টি সভা, ৩৩ টি কার্যলয় ও ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রের রিপোর্টিং, ডকুমেন্টেশান	১১০.০০	বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা সভা ১টি, ১টি RCC সভা, ১টি IMCC সভা	৯.০৯
১১.	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	২৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন ভাতা, ৩২টি কার্যালয়ের আনুষাঙ্গিক ব্যয়, ১৬০টি যানবাহনের জ্বালানী মেরামত	৪৭৭৭.৫০	২১৮ জনের বেতন ভাতা, ৩২টি কার্যালয়, ১৬০টি যানবাহন (৮০%)	২৩৭৫.৩৯	২৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন ও ভাতাদি	৩৫৪.০০	২৪০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী, ৩২টি কার্যালয়, ১৬০টি যানবাহন (১.৫%)	৫০.২৫
১২.	যানবাহন	২টি জীপ, ৫০টি মোটর সাইকেল, ১টি স্পীড বোট, ৭টি কান্ট্রি বোট, ৩টি পিক-আপ	৩৬০.৭০	২টি জীপ, ১টি স্পীড বোট, ৩টি পিকআপ, ৬৫টি মোটর সাইকেল, ৬টি কন্ট্রি বোট, (১০০%)	৩৬০.৭০	ভ্রমন, আয়কর, অতিরিক্ত ভাতা, অফিস ভাতা, ডাক, কুরিয়ার, টেলিফোন, মোবাইল,	৮৮.৩৫	-	-

						ইন্টারনেট, গাড়ি রেজিষ্ট্রেমন, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ওজ্বালানী, বীমা, ব্যাংক চার্জ, আউট সোসিং কমিশন, ছাপা, বিজ্ঞাপন, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, মনিহারি, যোগাযোগ এবং মিডিয়া, পোষাক, কর্মশালা, সভা ও আপ্যায়ন			
১৩.	সিডি ভ্যাট	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট:			২৮৬৪৮.০০	৬৫%	১৭৯৭৬.৫১ (৬২.৭৫%)				২২৬.৮৮

তথ্য সূত্র: প্রকল্প কার্যালয়

বর্ণিত সারণী-১ এর তথ্যাদি বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ:

- সংশোধিত প্রকল্পটির সংস্থানকৃত ২৮৬৪৮.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ১৭৯৭৬.৫১ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬২.৭৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে ৬৫%।
- প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৭-তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সময় অবশিষ্ট রয়েছে ৬ মাস। অন্যদিকে, পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার ৩৭% অর্থ অব্যয়িত (২৮৬৪৮.০০-১৭৯৭৬.৫১= ১০৬৭২.০০ লক্ষ টাকা) রয়েছে এবং বাস্তব কাজ অসম্পন্ন রয়েছে ৩৫%। এক্ষেত্রে, বাস্তব অগ্রগতির চেয়ে আর্থিক অগ্রগতি বেশী হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে।
- অব্যয়িত ১০৬৭২.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে ৪৬৩৮.০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হলেও ৬০৩৪.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থেকে যাবে। এক্ষেত্রে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন সম্ভব হবে না মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সারণী-২ বছরভিত্তিক ডিপিপি/আরডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থছাড়, ব্যয় ও সমর্পণ সংক্রান্ত (অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প ব্যয়	অর্থবছর	ডিপিপি/আরডিপিপি'তে আর্থিক সংস্থান			এডিপি/আরডিপিপি'র বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়িত অর্থের পরিমান			অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ (টাকা)
		মোট	টাকা	পিএ	মোট	টাকা	পিএ		মোট	টাকা	পিএ	
মূল ডিপিপি'র সংস্থান ৩২০০০.০০	২০১২-১৩	৫৬১৪.২০			৩১৬২.০০	১৫২২.০০	১৬৪০.০০	১৫২২.০০	২১৬৫.১১	১১৯৩.৫২	৯৭১.৫৯	৩২৮.৪৮
	২০১৩-১৪	৭২৪৬.১৪			৫৬০০.০০	৩০৫০.০০	২৫৫০.০০	৩০৫০.০০	৪৩২৭.০৩	২৮৭০.২৪	১৪৫৬.৭৯	১৭৯.৭৫
	২০১৪-১৫	৬২৬০.৬৪			৫৩৫০.০০	৩৫০০.০০	১৮৫০.০০	৩৪৯০.০০	৪৯৯২.০৮	৩১৪২.৯৬	১৮৪৯.১২	৩৪৭.০৪
	২০১৫-১৬	৬১৩৯.৭৬			৪৯০০.০০	৩৭০০.০০	১২০০.০০	৩৫৬৭.০০	৪৭৬০.৬৫	৩৫৬৫.৬৫	১১৯৫.০০	১.৩৫
	২০১৬-১৭	৬৭৩৯.২৬			৫১০০.০০	৩৮৫০.০০	১২৫০.০০	৩৮৫০.০০	৫০০১.০৮	৩৭৮১.৯৮	১২১৯.১০	৬৮.০২
	মোট:	**৩২০০০.০০**	১৫৭০০.০০	১৬৩০০.০০	**২৪১১২.০০**	**১৫৬২২.০০**	**৮৪৯০.০০**	**১৫৪৭৯.০০**	**২১২৪৫.৯৫**	**১৪৫৫৪.৩৫**	**৬৬৯১.৬০**	**৯২৪.৬৪**
আরডিপিপি'র সংস্থান ২৮৬৪৮.০০	২০১৭-১৮	৩৩৫২.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়			৪৬৩৮.০০	৩৩৫৮.০০	১২৮০.০০	৫০.২৫	২২৬.৮৮	৫০.২৫	১৭৬.৬৩	০.০০
	মোট:	**২৮৬৪৮.০০**	**১৭৯৮০.৫৫**	**১০৬৬৭.৪৫**	**২৮৭৫০.০০**	**১৮৯৮০.০০**	**৯৭৭০.০০**	**১৫৫২৯.০০**	**২১৪৭২.৮৩**	**১৪৬০৪.৬০**	**৬৮৬৮.২৩**	**৯২৪.৬৪**

তথ্য সূত্র: প্রকল্প কার্যালয় (বর্ণিত তথ্যাদি "অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ" সংক্রান্ত 'জিও' হতে নেয়া হয়েছে)

বর্ণিত সারণী-২ এর তথ্যাদি বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ:

- ২০১২-২০১৩ অর্থবছর হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত (জুন ২০১৭) এডিপি/আরএডিপি-তে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ২৪১১২.০০ লক্ষ টাকা এবং বরাদ্দকৃত এ অর্থের মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ২১২৪৫.৯৫ লক্ষ টাকা যা সংশোধিত প্রকল্প ব্যয়ের ৭৪.১৬%।
- বর্ণিত অর্থবছরসমূহে জিওবি অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয় ১৫৬২২.০০ লক্ষ টাকা, অর্থছাড় করা হয়েছে ১৫৪৭৯.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৪৫৫৪.৩৫ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ করা হয়েছে ৯২৪.৬৪ লক্ষ টাকা।
- উল্লেখ্য, সারণী-১ হতে দেখা যায়- জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ১৭৯৭৬.৫১ লক্ষ টাকা। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদেয় অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র ক্রমিক নং-৯.০ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়-১ বছর পূর্বে অর্থাৎ জুন ২০১৬ পর্যন্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ১৮৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে, আরডিপিপি এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছেরর ব্যয় একত্র করলে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্থ ব্যয় হয় ২৩৫৫৫.০৮ লক্ষ টাকা। আবার সারণী-২ এর তথ্য হতে দেখা যায়- একই সময়ে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ২১২৪৫.৯৫ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক গড়মিল/অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রকল্পটির প্রকৃত ব্যয় নিরুপণ করা সম্ভব নয়।

সারণী-৩ **ডিপিপি ও আরডিপিপি অনুযায়ী জেলা/উপজেলাভিত্তিক আর্থিক সংস্থান:**

(লক্ষ টাকায়)

মূল DPP অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা			RDPP অনুযায়ী আর্থিক সংস্থান	পার্থক্য
জেলার নাম	উপজেলার নাম	আর্থিক সংস্থান		
১	২	৩	৪	৫
রাঙ্গামাটি	১০টি উপজেলা	১১৯২৪.৫৫	১০২৭২.৬২	-১৬৫১.৯৩
খাগড়াছড়ি	৮টি উপজেলা	১০৫২৬.০১	৯০৫৯.৪১	-১৪৬৬.৬০
বান্দরবান	৭টি উপজেলা	৯৫৪৯.৪৪	৯৩১৫.৯৭	-২৩৩.৪৭

সারণী-৪ **সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাস্তবায়ন না করা:** "পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি ১৯৯৬ হতে জুন ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। ২য় পর্যায় প্রকল্পটির মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক "প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন" (Project Completion Report) আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়। অত:পর আইএমডি কর্তৃক প্রকল্পটির PCR পর্যালোচনা এবং সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থাদির তথ্যাদি নিম্নরূপ:

২য় পর্যায় প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য/গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ	**সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা**	**চলমান ৩য় পর্যায় প্রকল্পের প্রতিবেদন**
(১)	(২)	(৩)
১. কোন প্রক্রিয়ায় এবং কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ, আবাসিক বিদ্যালয়ের আর্বতক ব্যয় নির্বাহ ও প্রকল্প মূল্যায়ন খাতে সংস্থানের চেয়ে বেশী টাকা ব্যয় করা হয়েছে তা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।	অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।	প্রকল্পের অর্থ ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও তথ্য অসমাঞ্জস্যতার কারণে প্রকৃত ব্যয় নিরুপণ করা সম্ভ হয়নি। সমাপ্তকৃত ২য় পর্যায় প্রকল্পের ন্যায় আর্থিক অনিয়ম, পাড়া কর্মীদের ভাতাদি প্রতিমাসে না দিয়ে ৩ মাস পর পর প্রদান করা, ওয়েব সাইট তথ্যসমৃদ্ধকরণ ও নিয়মিত হালনাগাদ না করা ইত্যাদি একই সমস্যা ৩য় পর্যায় প্রকল্পে বিদ্যমান রয়েছে।
২. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মীদের জন্য আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন-ভাতার সংস্থান রাখলে পাড়াকর্মীদের পদত্যাগ ও অপ্রাপ্যতার বিষয়টি নিয়ন্ত্রনে রাখা যেতে পারে। পাশাপাশি প্রতি মাসে সম্মানী ভাতা দেয়ার পরিবর্তে কেন তিন মাস পর পর সম্মানী ভাতা দেওয়া হয়েছে তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।		
৩. ওয়েব সাইটটি (www.icdp.gov.bd) তথ্যসমৃদ্ধকরণ এবং নিয়মিত হালনাগাদ (update) করার ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা প্রতিবেদন প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।		

৬। **রাঙ্গামাটি জেলা:** জেলায় ৬টি পাড়া কেন্দ্র, ১টি স্থায়ী নকশায় নির্মাণাধীন ১টি মডেল পাড়া কেন্দ্র এবং রাজস্থলী উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন বর্ণনা নিম্নরুপ:

৬.১ **পাড়া কেন্দ্র:** ৬টি পাড়া কেন্দ্র পরিদর্শনে দেখা যায়- পাড়া কেন্দ্রগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করানো হচ্ছে। কাঠামোগুলো ভাল আছে। ৩-৫ বছর বয়সী ১,০০,০০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ; পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারের বিভাগসমূহের সেবা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ; সকল উপযোগী শিশু ও মহিলাকে টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ; ৬-৩৫ মাস বয়সী শিশু, ১৩-২৯ বছরের কিশোরী, গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা ও নববিবাহিতা মহিলাদের রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্টেশান; অনুর্ধ ৫ বছর বয়সী শিশু ও প্রসূতি মায়ের ভিটামিন 'এ' গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ; শিশু ও কিশোরীদের মধ্যে কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ; অপুষ্টির মাত্রা পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা; শিশু সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়নে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ; শতভাগ জন্ম নিবন্ধনে উৎসাহ প্রদান; বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন ও স্বল্প ব্যয়ী লেট্রিন বিতরণ; জীবন নির্বাহী জরুরী বার্তা প্রচারণা; এবং পাড়া পর্যায়ে শিশু ও মহিলা বিষয়ক জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস পালন করছে।

৬.২ **ছাত্র-ছাত্রী:** রাঙ্গামাটি জেলার পাড়াকেন্দ্রগুলোতে ৩-৫ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০,১৯৯ জন এবং ৫-৬ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪,৩৮২ জন। এদের মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সদস্য।

৬.৩ **পুষ্টি কার্যক্রম:** পাড়াকেন্দ্র সমূহের সরাসরি পাড়াকর্মীর মাধ্যমে পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রায় ১০০% প্রসূতি মা'দের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে। ২১,৯৮৮ জন কিশোরীকে, ৩১৯৫ জন গর্ভবতীকে এবং ২৫৭৬ জন দুগ্ধদানকারী মাকে আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়েছে।

৬.৪ **শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য:** এটি একটি উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম। প্রকল্পভূক্ত পরিবার সমূহে শিশুদের টিকা প্রদানের পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১১২৭ জনকে বিসিজি এবং ৯৬১ জনকে হামের টিকা দেয়া করা হয়েছে। ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলা ও গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে ১ম ডোজ দেয়া হয়েছে ২০৮১ জনকে, ২য় ডোজ দেয়া হয়েছে ১০৫৩ জনকে এবং ৫ম ডোজ দেয়া হয়েছে ১১৯৭ জনকে।

৬.৫ **পানি ও পয়: ব্যবস্থা উন্নয়ন ও অভ্যাস পরিবর্তন:** পানি ও পয়: ব্যবস্থা উন্নয়ন ও অভ্যাস পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ৫২৬৯৯ টি, নিরাপদ পানীয় জলের উৎস ৯৬৬৮ টি তার মধ্যে সচল-৮২০৪টি ও অচল-১৪৬৪টি। স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী পরিবার সংখ্যা ৪৫,৭৩৭টি, ওআরটি জ্ঞান সম্পন্ন পরিবারের সংখ্যা ৫৩,৯১০টি এবং মশারী ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ৬৭৮৭৩টি।

৬.৬ **শিশু সুরক্ষা (জন্ম নিবন্ধন) ০ হতে অনুর্ধ ১৮ বছর:** এ যাবৎ জন্ম নিবন্ধন করা হয়েছে ৭৫,৬৬৮ জন শিশুর এবং জন্ম নিবন্ধন বিহীন রয়েছে ১৬,৪৯৩ জন শিশুর।

৬.৭ **স্থায়ী কাঠামোয় মডেল পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ:** ইট, স্টীল এবং কাঠের তৈরী ৩টি মডেল পাড়াকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ৫৬.৪৮ লক্ষ টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। স্টীলের তৈরী কেন্দ্রটি পরিদর্শন করা হয়। কাজ চলমান দেখা গেছে। পরিদর্শন সময় পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ১৬.৭৩ লক্ষ টাকা। ক্রয় কমিটির সদস্য হিসেবে জনপ্রতিনিধি রয়েছেন। এ সকল মডেল কেন্দ্রের মধ্যে পছন্দসই একটির আদলে পরবর্তী পর্যায়ে পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৬.৮ **আবাসিক স্কুল সংক্রান্ত:** রাজস্থলী উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়: এ বিদ্যালয়টি রাঙ্গামাটি জেলায় অবস্থিত। বিদ্যালয়টিতে স্থাপনার মধ্যে রয়েছে- বিদ্যালয় ভবন, ছাত্রাবাস, ছাত্রীবাস, অফিস-কাম-শিক্ষক কমনরুম, শিক্ষক ও কর্মচারীদের ডরমেটরী, কিচেন কাম ডাইনিং হল এবং নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা। পরিদর্শনকালে পাড়াকেন্দ্র হতে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথোপকথনে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী অপেক্ষা তারা অধিক সাবলিল, বাহ্যিক জ্ঞানসম্পন্ন ও স্বত:স্ফূর্ত মনে হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারীরা তাদের চাকুরী স্থায়ীকরণ, ২য় পর্যায় হতে গ্রাচুয়িটি না নেওয়া, ৩য় পর্যায় প্রকল্প শেষে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে অবগত করেন।

৬.৯ বিদ্যালয়টির অনুকূলে বছরভিত্তিক বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়িত ও অব্যয়িত অর্থের হিসাব বিবরণী:

ক্র: ন:	অর্থ বছর	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	অব্যয়িত
১	২০১৩-২০১৪	১,৪৭,৬২,৩৭২/-	১,৪৭,৬২,৩৭২/-	-
২	২০১৪-২০১৫	১,১৪,৩৫,০০০/-	১,১৪,৩৫,০০০/-	-
৩	২০১৫-২০১৬	১,৩২,০০,০০০/-	১,৩২,০০,০০০/-	-
৪	২০১৬-২০১৭	১,৩২,০০,০০০/-	১,৩২,০০,০০০/-	-
৫	২০১৭-২০১৮	২,৩৩,৬০,০০০/-	২,৩৩,৬০,০০০/-	-
	সর্বমোট:	৭,৫৯,৫৭,৩৭২/-	৭,৫৯,৫৭,৩৭২/-	-

৭। **বান্দরবন জেলা:** ৭টি পাড়া কেন্দ্র এবং রাজস্থলী উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন বর্ণনা নিম্নরুপ:

৭.১ **পাড়া কেন্দ্র:** ৭টি পাড়া কেন্দ্র পরিদর্শনে দেখা যায়- পাড়া কেন্দ্রগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ব্যায়াম ও জাতীয় সংগীত, ছড়া ও অভিনয়/ গান ও নাচ, প্রাক-পঠন/ প্রাক-লিখন/ প্রাক-গণিত, বাংলা পঠন ও লিখন/ গণিত, ইচ্ছেমতো খেলা/ প্রজক্ট ওয়ার্ক/ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি/ প্যাটার্ন ব্লক দিয়ে মজার খেলা/ চারু ও কারু, গল্প/

পরিবেশ/ স্বাস্থ্য, নির্দেশনার খেলা। এছাড়াও কিশোরী, মা ও শিশুদের জন্য পুষ্টি কার্যক্রম, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য, পানি ও পয়: ব্যবস্থা উন্নয়ন ও অভ্রাস পরিবর্তন, শিশু সুরক্ষা (জন্ম নিবন্ধন) ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিদর্শনকৃত পাড়াকেন্দ্রের ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামোগুলো যথাসময়ে মেরামত করা হয়েছে।

৭.২ **ছাত্র-ছাত্রী:** বর্তমানে পাড়াকেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-১৮,৪৭১ জন। এদের মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সদস্য থাকলেও বাঙ্গালী পরিবারের শিশুও এখানে পরিলক্ষিত হয়।

৭.৩ **পুষ্টি কার্যক্রম:** প্রসূতি মা'দের মধ্যে ৩৩৯ জনকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে। যাদের আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন ১৩,১৩৮ জন কিশোরী, ১৯৪০ জন গর্ভবতী এবং ১৬১৯ জন দুগ্ধদানকারী মা। কৃমি নাশক বড়ি খাওয়ানো হয়েছে ১৩,১৩৮ জনকে।

৭.৪ **শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য:** এটি একটি উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম। ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে ৭৮৬ জনকে ১ম ডোজ ও ৫ম ডোজ টিকা ও গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে ২ম ডোজ টিকা দেয়া হয়েছে ৫৭৭ জনকে।

৭.৫ **পানি ও পয়: ব্যবস্থা উন্নয়ন ও অভ্যাস পরিবর্তন:** পানি ও পয়: ব্যবস্থা উন্নয়ন ও অভ্যাস পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ৩৭,১০০ টি। স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী পরিবার সংখ্যা ৩২,০১৪ টি এবং স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে হাত ধোঁয়ার অভ্যাস করা পরিবারের সংখ্যা ৩৩,৮৩৪ টি।

৭.৬ **শিশু সুরক্ষা (জন্ম নিবন্ধন) ০ হতে অনুর্ধ্ব ১৮ বছর:** এ যাবৎ জন্ম নিবন্ধন করা হয়েছে ১৫,৬২৬ জন শিশুর এবং জন্ম নিবন্ধন বিহীন রয়েছে ৭৬,০২২ জন শিশুর।

৭.৭ **ম্রো উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়:** ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়, সুয়ালক ইউনিয়নের, বান্দরবান সদর উপজেলার, বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। পার্বত্য অঞ্চলের অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী ম্রো ও খুমী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইউনিসেফ ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে আবাসিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর প্রতিষ্ঠাকাল ২১ জানুয়ারী, ১৯৮০ খ্রি: এবং ভূমির পরিমান ১২.৩০ একর। উদ্দেশ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দুর্গম এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সন্তানদের বিনা মূল্যে আবাসন, খাবার, পোষাক- পরিচ্ছদ ও শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে মূল শ্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করা। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৮৬ জন তন্মধ্যে ম্রো সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৪০ জন এবং খুমী সম্প্রদায় এর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০ জন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় শিক্ষকদের সংখ্যা ১৫ জন থাকার কথা থাকলেও ১২ জন কর্মরত আছেন। এ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো মধ্যে আছে বিদ্যালয় ভবন, ছাত্রাবাস, ছাত্রীবাস, অফিস-কাম-শিক্ষক কমনরুম, শিক্ষক ও কর্মচারীদের ডরমেটরী, কিচেন কাম ডাইনিং হল, খেলার মাঠ, পুকুর ও নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।

৭.৮ ম্রো উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অর্থ বছরের বরাদ্দ, ব্যয় ও অব্যয়িত হিসাব বিবরণী:

ক্রম	অর্থ বছর	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	অব্যয়িত
১	২০১২-২০১৩	৮৬,৮০,০০০/-	৭০,৮৫,৪৩৪/-	১৫,৯৮,৫৬৬/-
২	২০১৩-২০১৪	১,১৭,২০,০০০/-	১,১৬,৭৯,০৯২/-	৪০,৯০৮/-
৩	২০১৪-২০১৫	১,৫৩,৫৯,৭২৬/-	১,৫৩,৩৯,৯৭৭/-	১৯,৭৪৯/-
৪	২০১৫-২০১৬	১,৩৯,৬৬,০১৬/-	১,৩৯,৬৩,৫৬৮/-	২,৪৪৮/-
৫	২০১৬-২০১৭	১,৬৩,৮৭,৫২৩/-	১,৬৩,৮৬,৯৬৪/-	৫৫৯/-
৬	২০১৭-২০১৮	২,৫০,৫৮,০০/-	২,৫০,৫৮,০০০/-	
সর্বমোট		৯,১১,৭১,২৬৫/-	৮,৯৫,১৩,০৩৫/-	১৬,৬২,২৩০

৮। বাস্তবায়ন অগ্রগতির বর্ণনা:

৮.১ নির্মাণ ও পূর্ত: আরডিপিপি অনুযায়ী ৫০০ টি নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ, ২২০০ পাড়াকেন্দ্র সংস্কার, ৩ টি প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও গুদাম সংস্কার বাবদ ১১৮৮.৯৪ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ সংস্থানের বিপরীতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৫০০টি নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ, ১৭০৮ পাড়াকেন্দ্র সংস্কার, ৩টি প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও ৩টি গুদাম সংস্কার বাবদ ৯৯৩.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৯০%। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ বিভাজন হতে দেখা যায় ৭৫০ টি পাড়াকেন্দ্র সংস্কার, ১টি প্রশিক্ষণ ভবন সম্প্রসারণ ও ২টি

সংস্কার বাবদ ১২০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হলেও অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি ০%। তবে, অননুমোদিতভাবে এ অংগের অর্থ দিয়ে ৩টি মডেল পাড়াকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মডেল পাড়াকেন্দ্র বাবদ ১৬.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৮.২ প্রশিক্ষণ ও সামথ্য বৃদ্ধি: পাড়াকেন্দ্র মডিউল মুদ্রনের সংখ্যা ১০,০০০ কপি, প্রতিস্থাপিত পাড়াকর্মী প্রশিক্ষাণার্থীর সংখ্যা ১৩০০ জন, পুন: প্রশিক্ষাণার্থী পাড়াকর্মীর সংখ্যা ২১০৬ জন, বিকল্পকর্মী প্রশিক্ষাণার্থীর সংখ্যা ৪২৫ জন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন, পাড়াকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৭৮০০ জন, প্রশিক্ষণে পাড়াকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (পিসিএমসি)সহ স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের অর্ন্তভূক্তকরণ, স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৬৮৭ জন, বৈদেশিক শিক্ষা সফরে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা ২৪ জন। আর্থিক সংস্থান ১৫০৯.৪৫ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় করা হয় ৭৬৯.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৪০০ পাড়াকর্মী সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ, ৫০০০ কপি গাইডবুক মুদ্রণ, ২৮০০ জন পিসিএসপি সদস্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৫%। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ২০০ জন নতুন পাড়াকর্মী ও ৩০০ জন প্রতিস্থাপিত পাড়াকর্মীর প্রশিক্ষণ, ২০০ জন বিকল্প পাড়াকর্মীর প্রশিক্ষণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৪০০০ তম পাড়াকেন্দ্রের কার্যক্রম উদ্বোধন, ২৮০০০ পিসিএমসি সদস্য, ২৫ উপজেলা ও ৪৮টি ইউনিয়ন বাবদ ২৩০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে যার বিপরীতে ৬০০ জন পাড়াকর্মীর মৌলিক প্রশিক্ষণ ২য় ভাগ এর উপর রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ৩২.৮৮ লক্ষ টাকা।

৮.৩ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা: ৪০০ পাড়াকেন্দ্রে প্রাক-শিক্ষা কর্মসূচী (ব্যয় বিহীন কর্মসূচী), কাপ্তাই হ্রদ বেষ্টিত ২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃজন, ৪০০০ পাড়াকর্মীর ও ৪০০ জন সিনিয়র পাড়াকর্মীর সম্মানী ভাতা প্রদান, ৫০০ টি নতুন পাড়াকেন্দ্রের জন্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, ৪০০০ কেন্দ্রের জন্য শিক্ষা উপকরণ প্রতিস্থাপন ও ৪০০ পাড়াকেন্দ্রে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী (ব্যয় বিহীন কর্মসূচী)। আর্থিক সংস্থান ১১৭২০.৪৮ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৭৭৭২.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০০০ পাড়াকর্মী, ৪০০ সিনিয়র পাড়াকর্মীর সম্মানী ভাতা, ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে শিক্ষা উপকরণ, ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৫%। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৪০০০ জন পাড়াকর্মী ও বিকল্পকর্মী ভাতা, ৪০০ জন সিনিয়র পাড়াকর্মীর মাসিক ভাতা ও ১টি উৎসব ভাতা, ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে কো-কারিকুলাম কার্যক্রম, ৪০০০ কেন্দ্রের জন্য শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ প্রতিস্থাপন বাবদ ১২৫৪.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে যার বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ১.০৯ লক্ষ টাকা।

৮.৪ আবাসিক বিদ্যালয়: ৪ টি আবাসিক বিদ্যালয়ে ১১৬ জন শিক্ষক কর্মচারীর বেতন ভাতা ও ১০০০ জন শিক্ষার্থীর আর্বতক ব্যয় বাবদ ৩২১০.৮০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১৭৪০.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়, ১০০০ জন শিক্ষার্থী ও ১২৬ শিক্ষক কর্মচারীর জন্য এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৫%। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ে ১১৬ জন শিক্ষক কর্মচারীর বেতন ভাতা, গ্র্যাচুইটি ও ১০০০ জন শিক্ষার্থীর আর্বতক ব্যয় বাবদ ১১৫৪.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

৮.৫ স্বাস্থ্য: ২৯৫০ পাড়াকেন্দ্রে নবজাতক, প্রসূতি ও মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন :বিষয়ক কার্যক্রম বাবদ ২১৫.৬১ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৮৯.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে নবজাতক, প্রসূতি ও মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং বাস্তব অগ্রগতি ২০%। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৩২০০ জনের MNHI প্রশিক্ষণ বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

৮.৬ পুষ্টি: ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম বাবদ ৮৬৩.৫৩ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৫৮২.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৭০%। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১০০০ জন পাড়াকর্মীকে এনিমিয়া প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

৮.৭ শিশু সুরক্ষা: ১৬৩০ পাড়াকেন্দ্রে শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বাবদ ৯৪১.৮৬ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৬৯১.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪০%। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১০০০ কেন্দ্রে পাইলট ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন বাবদ ১৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

৮.৮ পানি ও পয়: ব্যবস্থার উন্নয়ন: ৬৫০টি নলকূপ স্থাপন, ১৩০টি নলকূপ মেরামত, ৮৩টি ল্যাট্রিন স্থাপন, ১৮০০ সেট ল্যাট্রিন বিতরণ, ১৯০০ জনের প্রশিক্ষণ, ২২৫টি হ্যান্ড ওয়াশিং ষ্টেশন স্থাপন ও ৩ পার্বত্য জেলা নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে WASH Block স্থাপন বাবদ ২৩৮০.৮৯ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১৪৩০.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২০০ নলকূপ স্থাপন, ৮০০

নলকূপ মেরামত, ২০০০ স্বল্পব্যাপী লেট্রিন বিতরণ, ৪০০০ কেয়ার টেকার ও ৪৫০০ জন পাড়াকর্মীর প্রশিক্ষণ, ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে যন্ত্রপানি বিতরণ ও ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে হাইজিন প্রমোশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৩০টি নলকুপ মেরামত, ৪৫টি হ্যান্ড ওয়াশিং ষ্টেশন স্থাপন বাবদ ৩০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে যার বিপরীতে ভূমিধ্বসে বিধ্বস্থ স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুন: স্থাপন বিষয়ক এ্যাডভোকেসী সভা-১টি এবং ৯৭০টি টয়লেট ও ১০০টি গোসল খানা স্থাপন, ৭০০টি পাড়াকেন্দ্রে হাইজিন প্রমোশন বিষয়ক সেসন পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১১৩.৩০ লক্ষ টাকা।

৮.৯ উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ: ৬৭০টি পাড়াকেন্দ্রে যোগাযোগ কর্মসূচী বাস্তবায়ন বাবদ ১০৭৫.২৭ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৯৭৫.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে যোগাযোগ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩০%।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৬৭০টি পাড়াকেন্দ্রে যোগাযোগ কর্মসূচী বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে যার বিপরীতে ৩১ জন কর্মকর্তা ও ৪৬ জন সিনিয়র পাড়াকর্মী জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং শিশু বিবাহ বন্ধে জাতীয় বহুমুখী প্রচারণা বিষয়ক সভা-১টি বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ৩.৫৪ লক্ষ টাকা।

৮.১০ পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন: মনিটরিং সভা, কর্মশালা, এমআইএস উন্নয়ন বাবদ ৪০২.৯৭ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১৯৩.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মনিটরিং সভা কর্মশালা, এমআইএস উন্নয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৫%। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১টি প্রকল্প, ৩টি জেলা ও ৩টি লিয়াজোঁ অফিস, RWP কর্মশালা ২টি এবং ৩টি জেলা সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, ৩০ টি সভা, ৩৩ টি কার্যলয় ও ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রের রিপোর্টিং, ডকুমেন্টেশান বাবদ ১১০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে যার বিপরীতে বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা সভা ১টি, ১টি RCC সভা, ১টি IMCC সভা বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ৯.০৯ লক্ষ টাকা।

৮.১১ ব্যবস্থাপনা ব্যয়: ২৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন ভাতা, ৩২টি কার্যালয়ের আনুষাঙ্গিক ব্যয়, ১৬০টি যানবাহনের জ্বালানী মেরামত বাবদ বাবদ ৪৭৭৭.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ২৩৭৫.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১৮ জনের বেতন ভাতা, ৩২টি কার্যালয়, ১৬০টি যানবাহন মেরমেত করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ২৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন ও ভাতাদি বাবদ ৩৫৪.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে যার বিপরীতে ২৪০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী, ৩২টি কার্যালয়, ১৬০টি যানবাহন বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ৫০.২৫ লক্ষ টাকা।

৮.১২ যানবাহন: ২টি জীপ, ৫০টি মোটর সাইকেল, ১টি স্পীড বোট, ৭টি কান্ট্রি বোট, ৩টি পিক-আপ বাবদ বাবদ ৩৬০.৭০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৩৬০.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি জীপ, ১টি স্পীড বোট, ৩টি পিকআপ, ৬৫টি মোটর সাইকেল, ৬টি কন্ট্রি বোট ক্রয় করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ভ্রমন, আয়কর, অতিরিক্ত ভাতা, অফিস ভাতা, ডাক, কুরিয়ার, টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট, গাড়ি রেজিষ্ট্রেমন, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ওজ্বালানী, বীমা, ব্যাংক চার্জ, আউট সোসিং কমিশন, ছাপা, বিজ্ঞাপন, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, মনিহারি, যোগাযোগ এবং মিডিয়া, পোষাক, কর্মশালা, সভা ও আপ্যায়ন বাবদ ৮৮.৩৫ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

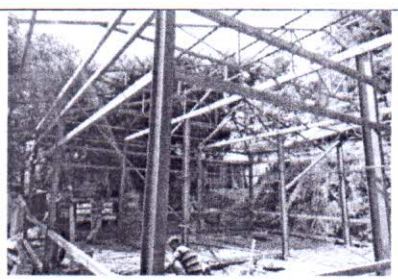

চিত্র-১: মডেল পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ

চিত্র-২: পাড়াকেন্দ্রে প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

চিত্র-৩: পাড়াকেন্দ্র

চিত্র-৪: পাড়াকেন্দ্রে পুষ্টি কার্যক্রম

চিত্র-৫: গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা

চিত্র-৬: পাড়াকেন্দ্রে উচ্চতা মাপার মাধ্যমে পুষ্টি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

চিত্র-৭: পাড়াকেন্দ্রে ওজন মাপার মাধ্যমে পুষ্টি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

চিত্র-৮: পানি ও পয়: ব্যবস্থা উন্নয়ন ও অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য নির্মীত স্থাপনা

চিত্র-৯: আবাসিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম

৯। সমস্যা:

৯.১ প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয়ের তথ্যে ব্যাপক গড়মিল/অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হওয়া:
বিভিন্ন সময়ে প্রদেয় অগ্রগতির প্রতিবেদনে জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ ব্যয় দেখানো হয়েছে ১৭৯৭৬.৫১ লক্ষ টাকা। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদেয় অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র ক্রমিক নং-৯.০ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়-১ বছর পূর্বে অর্থাৎ জুন ২০১৬ পর্যন্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ১৮৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে, আরডিপিপি এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছেরর ব্যয় একত্র করলে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্থ ব্যয় হয় ২৩৫৫৫.০৮ লক্ষ টাকা। আবার সারণী-২ এর তথ্য হতে দেখা যায়- একই সময়ে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ২১২৪৫.৯৫ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক গড়মিল/অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রকল্পটির প্রকৃত ব্যয় নিরুপণ করা সম্ভব নয়।

৯.২ **সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাস্তবায়ন না করা:** সমাপ্তকৃত ২য় পর্যায় প্রকল্পের আর্থিক অনিয়ম, পাড়া কর্মীদের ভাতাদি প্রতিমাসে না দিয়ে ৩ মাস পর পর প্রদান করা, ওয়েব সাইট তথ্যসমৃদ্ধকরণ ও নিয়মিত হালনাগাদ না করা ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ করা হলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। ফলে একই সমস্যা ৩য় পর্যায় প্রকল্পে বিদ্যমান রয়েছে।

৯.৩ **অপরিকল্পিতভাবে ৩টি মডেল কেন্দ্র নির্মাণ করা:** মডেল পাড়াকেন্দ্রের আদলে পরবর্তী পর্যায়ে পাড়াকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও প্রস্তাবিত প্রকল্পে কোন নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়নি। এছাড়া ক্রয় কমিটিতে জনপ্রতিনিধি সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে যা ক্রয় বিধি বহির্ভূত।

৯.৪ **গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহ অনুষ্ঠিত না হওয়া:** প্রকল্পের আওতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভা PIMC-১২ সদস্য বিশিষ্ট ২০টি সভার মধ্যে ২টি সভা এবং PSC- ১৭ সদস্য বিশিষ্ট-৯টি সভার মধ্যে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৯.৫ **এক অংগের অর্থ অন্য অংগে ব্যয় করা:** চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ বিভাজনে ৩টি মডেল কেন্দ্র নির্মাণ বাবদ কোন অর্থ বরাদ্দের সংস্থান রাখা না হলেও অন্য অংগের অর্থে অপরিকল্পিতভাবে ৩টি মডেল কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

৯.৬ **যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কার্যক্রম গ্রহণ করা:** ৬৫০টি নলকূপ স্থাপনের বিপরীতে ১২০০টি নলকূপ স্থাপন করা, ১৩০টি নলকূপ মেরামতের স্থলে ৮০০টি মেরামত এবং নতুনভাবে ৯৭০টি টয়লেট ও ১০০টি গোসল খানা স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ ও অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

৯.৭ **আবাসিক স্কুলে নিয়োজিত শিক্ষক কর্মচারীর সঠিক হিসাব প্রদান না করা:** আবাসিক স্কুলের ১১৬ জন শিক্ষক কর্মচারীর বেতন-

ভাতা এবং গ্রাচুয়িটি বাবদ ২য় পর্যায় প্রকল্পে সংস্থানের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হলেও তাদের গ্রাচুয়িটির অর্থ প্রদান করা হয়নি। ফলে ডিপিপি'র ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। কেননা ৩য় পর্যায়ে এ ববাদ অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। ম্রো উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ২ জন শিক্ষক ও ১ জন কর্মচারীর পদ খালী থাকায় প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এছাড়া অন্য তিনটি স্কুলে কতটি পদ কত সময় হতে খালী আছে তার হিসাবসহ ব্যয়ের প্রকৃত তথ্যাদির চিত্র থাকা প্রয়োজন।

১০। **সুপারিশ:**

১০.১ প্রকল্পের অর্থ ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও তথ্য অসমাঞ্জস্যতার কারণে প্রকৃত ব্যয় নিরুপণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় প্রকৃত ব্যয়ের চিত্র তথ্য উপাত্তসহ আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে;

১০.২ সমাপ্তকৃত ২য় পর্যায় প্রকল্পের ন্যায় আর্থিক অনিয়ম, পাড়া কর্মীদের ভাতাদি প্রতিমাসে না দিয়ে ৩ মাস পর পর প্রদান করা, ওয়েব সাইট তথ্যসমৃদ্ধকরণ ও নিয়মিত হালনাগাদ না করা ইত্যাদি একই সমস্যা ৩য় পর্যায় প্রকল্পে বিদ্যমান রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যাখ্যাসহ তথ্য উপাত্ত আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করবে;

১০.৩ মডেল পাড়াকেন্দ্রের আদলে পরবর্তী পর্যায়ে পাড়াকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও প্রস্তাবিত প্রকল্পে কোন নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়নি। এছাড়া ক্রয় কমিটিতে জনপ্রতিনিধি সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে যা ক্রয় বিধি বহির্ভূত। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করবে;

১০.৪ প্রকল্পের আওতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়নি। উল্লেখিত সভাগুলো নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হলে এবং সে অনুযায়ী সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে প্রকল্পের সুষ্ঠ বাস্তবায়ন তরান্বিত করা সহজ হতো এবং এতে করে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটার সুযোগ সৃষ্টি হতো না। নিয়মিত সভাসমূহ অনুষ্ঠিত না হওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে;

১০.৫ চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ বিভাজনে ৩টি মডেল কেন্দ্র নির্মাণ বাবদ কোন অর্থ বরাদ্দের সংস্থান রাখা না হলেও অন্য অংগের অর্থে অপরিকল্পিতভাবে এ মডেল পাড়া কেন্দ্রগুলো নির্মাণ করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করবে;

১০.৬ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে ৬৫০টি নলকূপ স্থাপনের বিপরীতে ১২০০টি নলকূপ স্থাপন করা, ১৩০টি নলকূপ মেরামতের স্থলে ৮০০টি মেরামত এবং নতুনভাবে ৯৭০টি টয়লেট ও ১০০টি গোসল খানা স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ ও অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এ অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করবে;

১০.৭ আবাসিক স্কুলে নিয়োজিত শিক্ষক কর্মচারীর সঠিক হিসাব এবং ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ, ২য় পর্যায় প্রকল্পে গ্রাচুয়িটি প্রদান না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যাখ্যাসহ তথ্য উপাত্ত আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করবে; এবং

১০.৮ সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

২৮-১২-২০১৭

(মো: মশিউর রহমান খান মিথুন)
সহকারী পরিচালক